North Asian International Research Journal of Multidisciplinary

IRJIF IMPACT FACTOR:6.019

ISSN: 2454-2326 | Vol. 7, Issue-5 | May -2021

Index Copernicus Value: 58.12 | DOI NUMBER: 10.5948/2454-2326.2020.00008.0 | Thomson Reuters ID: S-8304-2016

A Peer Reviewed Refereed Journal

সুন্দরবন এলাকায়গোসাবা ব্লকের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে বনমাতা মা বনবিবির প্রভাবঃ

লেখক - সঞ্জীব মন্ডল

[সংক্ষিপ্তসারঃ অতীত ও বর্তমান সুন্দরবনের লোকদেবী বনবিবি-বনচন্ডি বা বনদুর্গা রূপে পূজিত হয়ে আসছে। লৌকিক দেবী রূপে মানব সমাজে প্রভাব বিস্তার করেছে একচ্ছত্র অধিপতি দেবী বনবিবি। বাঘের দেবতা হিসাবে দক্ষিনরায় মা বনবিবির পরেই অধিষ্ঠান। মা বনবিবি হিন্দু-মুসলমান জেলে, মৌলে, বাউলেদের দেবী। মৌলেরা, বাউলেরা আজও বিশ্বাস করে বনবিবির পূজা করলে বনবিবির আশ্রিত দুঃখের মত তারাও মায়ের আর্শীবাদ পাবে। তাই তারা নিজেরা পূজার সময় বিভিন্ন ধরনের গান বাঁধিয়ে সুর করে গায় যা মা বনবিবির প্রভাব সুন্দরবনে কতটা তা বোঝা যায় মানুষের মধ্যে। মা বনবিবির প্রভাব সুন্দরবন এলাকার গোসাবা ব্লকের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে লক্ষ্য করা গিয়েছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কাছে মা বনবিবি তাদের মাতা রুপে গন্য হয়েছিল ও পুজিত হয়েছিল। বিভিন্ন জনগোষ্টীর মানুষ তাদের মঙ্গল কামনার জন্য বনবিবির পূজা করতেন ও মা বনবিবির পালাগান অনুষ্ঠিত হত। সুন্দরবন এলাকায় গোসাবা ব্লকের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে বনমাতা মা বনবিবির প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।]

-ঘ্বৃয্ব ধন্ব ঢ়ম্ম্জ্জপষ যব্লুসষ ভত্তফ্বব ভত্তফ্বব ঊাঢ়য্ভৃস ফল-ভবয়্লভৎ ব্লয ভ্রুসধ য়ুঁ ঢ়ম্ম্জ্জপষ য়্লবষ্লগ্লঠ -গ্বঁঔ ল্বমম্লড়ষ ল্লফণ্ঠ ফল-ভরুঁল্ঘুঙ্গল্লবঙ্গুভয়জ্জপ্মষ্ব লম্ড্ভসল্লপষ ঊাল্লয়্লশ্বঘ্লপুঁ লম্ড্ভসলষ্ভয়জ্জপ্মপষ ঊাল্লয়্লশ্বঘ্লপুঁ ইয্বষ ঐলব খজ্মভখজ্ম ড্বখ্মষ্লপযধ্ব ইল্লজ শ্বভয়জ্জপ্ম- লম্ঢ়সলব ঊব্লঁঈ ভম্ব্ধ খ্লষ ্লশলব - যবভয়্তযষ্ললস্ব , প্তৎবষ্বঁ , ঘ্বঝষ্ললস্ব , ছংখ্ললস্ব , পম্ঘ-ভম্ব্ধ , ঘ্বৈপয়্র ভম্ব্ধ খ্বস্ত্র ভম্ব্ধ ঊাঢ়য ঐজ্বংভয়্তরম্ন ঙ্ঘষ্বঁ ভম্ব্ধ য্ব ঊাঢ়য়্লশ্বৃসল্লখ্লখজ্জপণ্ড খ্লষ ঢ্বফ্বষবধী্ললস্ব য়্লঢ় ব্লু

ঢ়ম্ম্জ্জপষযব ধন্ল্ঘ্বৃয্ব য়স য্বস্বিষভখযিপ্রগ্ল্লস্বখখন্ব ড্বয়ধণ্ঠষ অবণ্ঠধল্লখজ্জপণ্ডু ভত্ত্খ্লধভবর-ষ ইুপল ল্বমম্ড় ভত্ত্খ্লধষ ঊভষ ইল্লষ্বভ খ্লস্তজস ত্মধ ভত্ত্খ্লধখ হুন্ক্ষ্মু ধ্বষ রঁ ঔ ভত্ত্বঁঝব ভত্তব্লযধ খ“ভবুঁল্লসক্তখখ্লপযধ্বঁ র্ষত্ভগ্নষধ য়্লুঁজস ঐখক্রজ্ম ত্মফভধ্লপয়্র যবভয়্তযু অধ্বধ ঢ়ম্ম্জ্জপষয়্লবষ্লসক্তখখ ঢ়ল্লঝষ্লস্বখ্লপয়্র যবভয়্তযু

ঢ়ম্মজ্জপযল্লখ্ম খজ্জপণ্ড খ্লষ যল্প্তয়য ভম্ভছধ হয়েছেনযৃস্ত্রিপ্লহষ ঢ়ল্তঘত্তখ ঝবল্যৃল্লঢ়্ল স্ৃখ্ভষ ঢ়ধ্ভয়যষ লম্গণ্ঠ "যল্তয়য' লম্বহ্র লঁবম্ভ্রব ম্ভছধ "যল্তয়য ঝয়্যষ্ৃবৃল্' যৃস্ৃিষ ইভ্বলষ ঝবল্যৃল্লঢ় ঢ়ম্মভম্ভছধু ঢ়ম্মজ্জপষয়্লবষ্ভয়রম্ন ঢ়ডডভত্তপ্লঁষ ল্বম্লড়ষৃ খল্লয ঐখ দ্ম্ঘ্লন যল্তযয়্লখ ঘত্তয়ব খ্লয়্লজ ধৃ যণ্ঠন্ক্ষ খষৃ শৃঁ যল্তয়য্ভয়জ্জপ্ম - লম্ঢ়সল্যৃল্লপষ ভাঝ্ম্ভ্ঁ ন্লখবু যল্তয়য ঐখপৃ যবছুব্ধ অনয্ যবপম্ঘ-্ ষ্লভ ত্মঝধ য়্লধবু

য়্লঙষ্মপযধ্ভয়্যঢ়্য যল্তয়যষ ভ্লষঈ শূ্ষ ত্মফস্ফ্ব ,ভধ্ধব য়্লসব প্তৎব ষঁু ঐঈ পম্ঈ্মপযধ্ষ ল্লফণ্ঠ ল্লব য় প্লজ্জপ্ল ঔ ঢ়ল্লএ্ধৃ পম্ঈ - ঈ ষ্লঁজু যল্তয়য্ভয়জ্জপ্ম - লম্ঢ়সল্ব্মঝ্লস ্লক্ট্রস , যৃড্রস্লপষ্মপয়্ যণ্ঠৃঙত্তণ্ঠৃঢ়্লব , সধৃ ভৃধৃষ ঘয়বৃ ভষৃ , ধ্লষ ল্বৃঁ ঝষষ লম্খ্ঠ , ভ্লঁ ঝধৃ , যৃয়ব লম্ষঘ্র ঔ যৃঙ্ল খ্লস ঐখ্ঠ্ভহস্খু ইযৃষ্মখৃন্ঔ্মপগৃ শৃঁ যল্তয়য ত্বং ভম্ভয়ধ ঘসৃঁ বৃবৃব ফয়্লবষ যবম্মসষ লৃস্ৃ ,ভযবম্ব্র খষৃ ছ্লস , য়্লধ স্ঠল ,যৃয়ব যৃঙ ঔ লম্ষঘ্র ভ্লহ ঘপৃ য়্লধ হ্ ঝট্রিস্র , ব্লছ খ্লল্লষষ্ভল্লড পম্লীগু ঢ়ম্মজ্জপষয়্লবষ ঘত্বল্লস অয়্লবণ্ঠষ অরণ্ঠগ্লয্মশগ্লব্মঢ়গ্লব যল্তয়যষ নৃব ঔ ল্মধ-্লপগৃ শৃঁ যদ্রগ্নষ ইঘল্লব লৃঙ ল্লঢ়ষ ঐখ ধ্ষগ ন্লখ যল্তয়যষ ভবৃ যৃ ঊাঢ়য স্থষ্ব য় ঐযক্কিঝণ্ঠস্ফ লৃঢ় ভশ্রগ্ন ছ্লসু শৃষৃ য়্লব লফম্ খ্ঠ্লধ , খৃড খ্ঠ্লধ , লৃজ ফয়্লধ শৃঁ, ধৃষৃ য়্লব শৃঔ্ঁষ ঢ়লঁ যল্তয়যষ অবৃ্ভপ্লঁ শৃঁ ঐযযিব্মন্লখ্ভম্লষ ঐঢ় ঐখযৃষ ভম্বৃ্মপুঁযল্তয়য স্তধয়্লঢ় ব্ভলস্লসঔ যল্তয়যষ ব্লল্মশ ঘ"ভ ট্রজ ধৃঈ ঢ়ম্মজ্জপষ য়্লবষ্ভয়জ্জপ্ম - লম্ঢ়সল্ব্ভব্তয্লহ্লড় ঢ়খ্লস্ভযহঞ্ঝঢ় খ্লষ ইঢ়্লজু "যল্তয়যষ ঝয়্যষৃ বৃল্' ব্লল লম্ঢ়সল্যৃব্ভখ্লয যল্তয়যষ ঢ়ডডভ্খ-ধ ঘ"ভ্ঠ য়স - লৃযৃদ্ময়ষ্ময়ঢ়ষ দ্মগ্ধ্ স্ৃস্ভয়্য ঢ়ধ্লবষ্মখক্টহ্লস ধ্লখ ঢ়ম্মজ্জপষয়্লব্ভবয-্ঢ়ব খষৃ য়ুঁ্ভবয-্দ্রবষ ঢ়লঁ ধ্ব ঢ়্লগ্লব ঢ়শ্ছয়্ভজ্লসবু য়্লব হ্ ঝট্রিস্র ঔ যল্তয়য ব্লল ধ্লষ শলঝ ভম্ন- খবণ্ঠৃ য়ুঁ ব্ঠ্মপ্লহষ ষৃবৃ প্তৎব ষৃঁ য়্লঙষ্মপযধৃ য়্লস ঔ বস্ফ্লষ ভত্তখ্ধষ্মপযধ্ভজ্লসবু ল্লষষ লৃঢ়ি রঙ্লব ঐঈ্মপযধৃ ঢ়্লগ্লাস য়্লধবু ঐঈ অধণ্ঠৃছ্লম্মপযধৃ প্তৎব ষ্লঁষ যৃধ্মন্লখ পম্য-স্মখ ষৎৃ খষযৃষ ঝবণ্ঠ ইষ্ফ্ষ ট্রপ্লহ যল্তয়য ঔ ধৃষ বৃঈ ঐঈ ইযৃপ ত্মসঈ্মন্লখ শৃবু অ"ভ্ভপ্লবষ ল্লফণ্ঠ ট্রহভ্লহষ ত্মবখ ভষঘবৃঈ যল্তয়যষ পগ্লস ঐস্ভখ্রগ্ন শম্ন্ধ্ভখ খ্লষ খয়্লযবু ভম্ষড় য়ঁ বৃষ্রষ ঢ়ৈ শম্ন্ধ ধৃষ ঢ়ডডল্লব য়্লফু অয়্লহ্লড়্ভধ্ব ধ্লষ লৃ বৃষৃঁ্লখ যল্তয়যষ ঢ়ৈ শম্লন্ধ ভৃড্রসবু শম্লন্ধ বৃষৃঁব্র ভম্বঝধ য়ঁ যল্তয়যষ ঢ়ৈ ভৃভ্র খয়্লসবু্ভখ্রগ্ন ভৃভ্র্ময়্তপব দ্মড্রঁ য়স বু ঐঈ ঢ়লঁ য়্ষঝয্ঠ্লধ ফৃবৃঈ ্লৃবৃঈ ব্লল পম্ঈ বৃঈ্ভজস ,ঐষৃ ঢ়ধ্ঠ্ভঢ়চ্ঁ য়্লব লফম্ খ্ঠ্লধ ট্রঢ়ু ঐপষ ঢ়ৈ ঐখ পম্তীগব্ভযফযৃষ ঐখল্ল ভম্ন পম্লীগ জসু ঢ়ম্ফ্তচ ঘংগৃস্র বপ্লধ ঐস প্তৎব ষৃঁ হ্লভজ্ঞ ঐপষ খ্লজ বষযস্র পৃষ্র খ্লষবু লয়্ভম্বৃ প্তৎব ষ্লঁখ বষযস্ম্মপ্লযব য়্লস্মফৃবৃঈ ভত্তধৃ খ্লষব প্তৎবষ্লঁষ খ্লজু্ভধ্ব্ময়্লজ্ময়্লজ পম্লীগ্লখ্মবযৃষ ট্রপহ্ভপ্লসবু্লযন্ধধখ্মপ্লগ্মফৃবৃঈ্মলৃবৃঈ পম্লীগ্লখ্মঘ্লধৃগৃস্রষ ছ্লয্ময়্লগ ছ্লস ঘসু পম্লীগ ঐখল্লব লৃ যল্তয়য়্লখ ঢ়খ্লধ স্ৃঘসু গযষ ভ্ঔৃঁ ল্ল যল্তয়য পম্লীগ্লখ ষৎৃ খষৃষ ঝবণ্ঠ প্তৎবযৃষ্ভযয়্লন্ধ শম্ন্ধ্মঙ্ৃড়বৃ খয়্লসবু হ্ ঝট্রিস্র প্তৎব ষ্লঁষ ঘ্লস ষৃল ন্লং লৃয়্লসবু ঐষম্লস প্তৎব ষৃঁ জ্ম্ঠ্ভঘ্লঁ যং গৃব ঘৃঝ্লষ্ভবখ্ঠ ঊভদ্মন্ডধ য়ুঁ শম্লন্ধ প্তৎব ষৃঁ ভম্বঝধ য়ঁ যল্তয়যষ যহণ্ঠৃধ হ্লখৃষ খয়্লসবু পম্লীগ ষৎ্মভসু স্থফম্ ষ্ভসব বু যল্তয়যষ খ্রভ্ঁ পম্লীগষ্ভযফয্ ল্লঁষ অভ্রধট্র ঔ য়ফষধট্র ঙম্লছ্মঘসু পম্লীগষ যহ্ ঢ়ডডভপ্ভলসস ঔ্মফৃবৃঈঁষ্মলঁ ছডডভ্ষ ঢ়ৈয়ঁ য়্লস্ পম্লীগ যল্তয়যষ ল্তজ্জপষ ক্কধ্ষ খ্লষ ভত্তধ যদ্রগ্নষ ইঘল্লব ভম্বৃ খ্লষ্্লঢ়ঈ অয়্তফ যল্তয়য য়্লবষ্মপয়্ যদ্রগ্নষ ইঘল্লব ধ্ষঈ ভম্বৃ যৃ ঊাঢ়যু দ্মন্ডবৃঁ রঁ ব্ধ্ভযহঞ্ঝঢ়্লন্লখ ঝবণ্ট্লবঔ্ঁ ঐঈ্লস্ৃখ - পযধৃ ঢ়ম্মজ্জপষ য়্লবষ ঝযব দ্লয়ধণ্ঠ প্তঙ- জ্ঁ্মম্লস্লজব্মঢ়ঈ লফণ্ঠ শম্ঘ্মন্লখ যধ-ল্লবষ শম্লঘঔ

ঢ়ম্স্জপষ য়্নবষ ল্বম্লড়ষ্ড়যহঞ্জঢ়্নশ ঢ়্ফ্ষব ঋট্টষ য্ভহস্পষ ভ্গ্ব , য়্ল য়্নস ল্ব যব্বয়ুযষ ব্ল ফম্লস্ব ভং , ঋসভঙ্গ্লস ধ্ব ব্লস্ব য় শ্ , ঢ়ম্স্জপষয়্নবষ ঐখঝব ৬০ ঊন্ধ– য়্ঁঢ়য়্সম্খষ খ্জ্নন্নখ ঐশ্ব্ঠ ল্লগ্ধ স্লব্জ্লঢ়ঠ য়স - ষ্টল ঞ্ধ লং্লধ /ধভ ঝভ ব্বয় ঝ্বম্ধ্ল্ষ /শ্খফম ঝ্বম্ধ্ল্ষ ভ্ঁ ল্ধ / ধ্লভ্য়্নব ব্বয় ঘ্ধ /্নপ্য়ঈ ল্ব যব্বয়ুয /্নপ্য়ঈ ল্ধ্ল্ষ / খ্ষ ট্ট , ল্ব যব্বয়ুযষ ট্ট ঝ ল্ব যব্বয়ুযষ্নপ্য়ঈ

য্ঙ , খ্লব্রষ , ঢ়্খ্ধ ঢ়ম্স্জপষ য়্নবষ ঐঈ্ভধব্লঢ়ষ খন্ব য্ষ য্ষ ঢ়ম্স্জপষযব ত্নসষ ড্ডয়ধষ্ঠ ভ্ওঁ শুঁ ক্ক্ছধবষ্ঠ রঘযধ ঘব্বড যব্জপ্যব প্ঢ় ঢ়ম্স্জপষয়্নবষ য্ঙ , খ্লব্রষ , ঢ়্খ্ধষ খন্ব ঐব্বয ম্ঠঁ ধ্লস্লজবু -

অযম্ফ ব্ঙ্ঁয়্নস , য়ঈস ঢ়হিঁ

যম্ভঞস্ল ষ্টঝ ইষ ভত্ত্বব - ব্বয়ষুঁ

খ্লস ঊড্লস্মঢ় য়্নঙ সঙ্গ্ঁ ভস্ঁ

ঝ্লস ভ্ঙ্গ্স্মঢ়্নয্স খ্শ্লষঈ গুঁ

বম্রগ্নষ ঐ ভ্লধ ঢ়্খ্ঈধ্ভম্লষু

ভ্ষ্টসঈ ফবভত্ত্বব পম্ঈ ব্হ খ্লষু

যব্বয়ুয ঘ্ধখ্যষ্ঠ খ্য়ব্লধ যব্বয়ুযষ লয়ল্ব ভত্তখ্হ্নভ্ঁজ ঢ়লখ্স্রব স্ধ্ব ঐখ পম্লিগব্র ল্ব "পম্লিগষ ল্ব' - ঐষ ইখ্লসধ্ষ ভত্ত্বন–ব্ঁ ঢ়ম্স্জপষয়্নবষ ঢ়খস ল্ব ব্রঝপয়্নখ "পম্লিগষ ল্ব' ঐষ ঢ়্বৈ ধ্লসব্ব খ্লষু ভত্তগষ্ঠধ্নসগখ ঝ্য়ক্ষ্মব্র খ্লষ ছ্ক্ষযধ্র ধ্ষ "য্স্বি ড্ডয়ধষ্ঠষ ল্ব' ঘব্বড য়্নস্লজব ্নঢ়গ্লব ঘত্ত্বল ঘ্ধখ্লষ ইষ ঐখ্নহত্তবষ ল্লঁষ ঢ়্ব্বা ভ্ওঁ শুঁ ধ্ষ ঘর–ফ্বষব্র ল্ব বব, ইভ্বাখ্স্রব ইহত্তঁ প্ধ্নখ্ব ব্ঁখ য্ ব্ঁখ্ভযম্ভপ ভ্লং ঐ্পষ খ্লজ ইহত্তঁ্ভব্রঁজ্ভব্রঝষ ল্ব ব্ য়্নসঔ ধ্ষ্ব অগ্নষয়্নঢ়জ্য়্নগ্নস্ভপ্লজবু ঐ্পষ যস্ব য়্ঁজ ফ্লল–ষ ল্বধ্ন ফ্লল–ষ ল্লঁষ লধঈ ধ্ষ্ব ধ্লপষ স্বসব ভ্সব খ্লষ , ড্ডগ্লব য্াঢ়্লসষ্ঠ স্খর খ্লব্ব খ্লষু অঝ্লষ ঢ়লঁ যব্বয়ুযষ ভ্স্ঘ্বব য্ঁ ঐঈ ঘ্বব পম্লিগষ ঝ্লযব অযসশ্লব য্ঁ ভ্স্ষ ব্ল্নপওঁ য়ঁ পম্লিগ শ্ল যব্বয়ুযষ য়ুড়–খ অঝ্লখ য়্নঝ্ধ য়্নসু ঢ়ম্স্জপষয়্নবষ্নয়্হষ ব্ঘ ত্নস্ভয়্নহড় খ্লষ ঝ্নৈষ খ্জ্খ্লজ ত্নস ১ স্ব ল্ঙ্নন্নখ যব্বয়ুযষ য়্নঝ্ধ স্ষ য়ুঁ্ভয়সৈ ঘ্লচ্ষ ঢ়ম্স্পষ প্ঙ্গব ঢ়ল্লঢ়ষ বঘষ ঘত্ত্বল্নঢ়গ্লব ১০৮ গ্ব্ভয়রম্ন ফয়্নবষ জসব য্ ভত্তধল্ব ক্কধ্ষ য়ুঁ ভ্লঝ্ষ য়্নঝ্ধ্ভছ্বষ য্ধ্ঢ় ,ভ্ঠ্স , খপল্ব ,পম্ফ ,ভহষব্র ঔ মসল্লসষ ক্কব্লযপষ্ঠ অঝ্ঁ ঝ্রগ্ন্নল্ষঘ, লম্ষঘ্র ঝ্সৈ্নজং্ভপ্ল ইঢ় য়ুঁ ভস্তুন ভ্লং অঝ্ব খষ্ষ স্ধ্নশ ভস্তুন ভ্লং্নঢ় ঢ়্ষ্পব ঊভয্ঢ় খ্লষ ন্নখু ঘ্ঢ়য্ব ঐস্খ্ব ধন্ব ঢ়ম্স্জপষয়্নবষ্নস্খ ঢ়প্লিধষ ঐখষ্ঠ্ভযহ্স ঝ্ঁঘ্ব ঝ্লং ষ্টজ যব্বয়ুযু য়ুড়–খ ঊাঢ়্লয ঢ়য–ঈ ঢ়্ষ্ষ ফ্লষ ভ্স্ঘ্বব য়ুঁ ভ্স্ঘ্বব্ঠ য়ঁ "পম্লিগ শ্ল' ব্লল্ব ঐজ্বং জং ঔ খ্যধ্ঁ যব্বয়ুযষ ল্বয়্ধন্ট খন্ব ভত্তছ্লষধ য়ুঁ খ্য ওঁঝপ ষ্টস ধ্ষ "যব্বয়ুযষ যব' ব্লখ খ্যধ্ঁ্ভস্লগ্নজব থথথথ

ভত্তধযজষ্মযুবৃগ ল্লঢ়ষ্মহড় লসৈয়্লষ ,

পস্ময়্লুফ ঢ়য্মবক্টখ্ণ্ল্রঁ হ্লঢ় য়্লবষ ফ্লষ

যব্তয়্তযষ ব্লল ধ্বষ্ব ঢ়ষ্কপ্লঁ শ্বঁ ,

ল্বষঘ্কখযি্ব লম্ষঘ্লপ্লঁ ল্ববধ্মলঠ্লঁ

যব্তয়্তযষ ঝ্মস্লৈধ ঐঢ়য ভত্তন্ব হ্লজ ,

ঢ্লপষ য়্লবষ্মঘুঔ ল্ববম্ড় ঐঢ়ষ্কল্রঁ য়্লছু

ঘ্লৈ্তঢষ য়্লঝণ্ঠ্লধ ধ্বঈ যব্তয়্তযষ যব ,

র্বঁস - ঢ়যম্ঝ য়্লসঔ ধ্ব লম্ে খ্লষ লবু

ভত্তধ যজষ্মলক্টসষ্ব ক্কছ্লল্লঢ়ষ্মহ্লড় শগব লফম্ ঢ়ঘিত্তয়ষ ঝবণ্ঠ য়্লব্মণ্ল্বখ ধগব ধ্বষ্ব যব্তয়্তযষ য়্লঝ্বধ্কপ্লঁ শ্লঁ ইয্বষ ক্কযহ্কগ ল্লঢ়ষ্মহ্লড় য়্বংম্লষ ঐ্লঢ় লয্বফমলফ্বল খ্লষ যব্তয়্তযষ ভঝ্ব খ্লষু ঐঈ ভঝ্বষ ঢ়ল্লঁখ্বন্বঔ্লখ্বন্বঔ খ্লঁখ্তপব ফ্লষ্মলস্ব য়ুঁ্ললস্বঁ , ঘচ্লন্লখ্কব ইঢ্বঢ্লবল্ব ,ভ্বঢঔ - জ্তয, শ্ল্লপগ্বঁ ঐযভ্তিরম্ন ফয়্লবষ ভত্তঢ্বপ ঢ্বঝ্লঁ ঢ্লঈ্ললক্টসষ্ব য্বড্লসষ্কযহঞ্জ্বঢ় খ্লষ যব্তয়্তযষ ভঝ্ব খয়্লস যব্তয়্তযষ হ্তহত্তধ পম্লিগষ লধ ধ্বষ্বঔ ল্লঁষ ইহ্রয–্বপ ভ্লযু ধ্বঈ ধ্বষ্কল্রঝষ্ব ভঝ্বষ ঢ়ল্লঁ্কয়্তরম্ন ফয়্লবষ ঘ্বব য়্লফ্লঁ্করঝষ ঢ়ম্ম্ষ খ্লষ ঘ্বঁ -

প্বঁ খষ ল্ব ঝবব্র

শলব প্বঁ খ্লয়্তজ্লস

পম্লিগষ ধ্বলু

ইল্বষ্ব যং অর্বঝব ,

ঢ্লঈ্ললক্টস ঢ্বধঝব

ভ্লঠষ প্লঁ ঐ্লঢ্বজ ,

ল্লঘ্লধ্বল্বষ ঐ খ্ববু

ইষঔ ঐখ্তঠ ঘ্লব খ্বড্লয়্লপষ হ্রণ্লষখ য্বঢ়ব্ব ভত্তখ্বহ্লভ্লঁজ -

য়ব য়ব ঙম্ভষ্মল্বষ্ব

খ্বডষ ছ্বস্বব য্বঈ ,

যব্ভয়্ভযষ ভম্লব্ঝপ্লঁ

ঙ্ভম্ভম্লষ শ্বঈু

খ্বব্মখ্বব ঘ্লব যব্ভয়্ভযষ খ্বজ ঢ্রগ্লব খ্বলব্ব খষ্ব য়ঁজ -

লক্ষ্ঙপস্বল্মল্বল্ঙপস্বল

ইষ্ঙপস্বল ম্লস্মঘ্ব ,

ঐয্বষ ল্ব যব্ভয়্ভয -

জ্লস্ঙপ্তয যস্মঘ্ল

গোসাবা এলাকায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ এসে একই সংস্কৃতির ধারায় মিশে গেছে। তবে এখানকার মানুষের সংস্কৃতির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের সংস্কৃতির সঙ্গে কিছুটা মিল থাকলেও কিছুটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এখানকার লোক সমাজ ও সংস্কৃতি মূলতঃ গ্রামকেন্দ্রিক ও কৃষিভিত্তিক। জল জঙ্গল ও আবাদি ক্ষেত-খামারের অপেক্ষাকৃত প্রতিকূল পরিবেশে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হয় বলেই এখানকার সমাজে দীর্ঘদিন ধরে স্বয়ংসম্পূর্ন কাঠামো এক সময় পর্যন্ত বজায় ছিল। এখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করে থাকেন।

গোসাবা এলাকায় বনের মুসলিম দেবী (১৮০০) সব ধর্মে পূজিতা হন। বনে যাওয়ার আগে নিরাপদে ফিরতে মানত করে হাতে লাল সুতোর দিয়ে মাদুলি, তাবিজ বাঁধেন জেলে, মৌলে গ্রামবাসীরা। নিজেরাই দিন ঠিক করে নির্দিষ্ট দিনে গ্রামে পূজা করেন। বনের এই দেবীর বীরত্বের কাহিনীকে নিয়ে লেখা 'দুখে যাত্রা' পরিবেশিত হয় গ্রামে। বনে প্রবেশের আগে ও কাদা মাটির মূর্তি গড়ে দেবীকে পূজো করা হয়। গ্রামে না ফেরা পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি 'অশৌচ' পালিত করা হয়। মহল (মধু সংগ্রহ) শেষে নিরাপদে গ্রামে ফিরে আসার পর ব্যাপক আয়োজন করে গুড়ের বাতাসা দিয়ে দেবীকে ভক্তি ভরে পূজো বন্দনা করা হয়। পৌষ সংক্রান্তিতে (১৪ ই জানুয়ারি) দেবীর মূর্তির পূজো হয়। গ্রামে সারা বছর মূর্তি,প্রতীক, ঘট পূজো চলে। বনবিবি হিন্দু-মুসলমান, জেলে, মৌলে, বাউলেদের দেবী। ব্যাঘ্রাসীন, লতাপাতার গহনা পরা, তাঁর মাথায় জরির মুকুট, পায়ে জুতো। বাহন মুরগি ও বাঘ। কোলে একটি শিশু। আবার কোথাও দেখা যায় বনবিবি শাড়ি পরিহিত গলায় নানান ধরনের বনফুলের মালা, বিনুনি করা চুল, হাতে লাটিম, বাহন বাঘ ও মুরগি পাশে গদা হাতে শাজঙ্গুলি, নিচে কুমিরের পিঠে দুঃখে। গোসাবারগ্রামাঞ্চলের অরণ্যের অভ্যন্তরে যেখানেসেখানে বনবিবির থান ও মূর্তি দেখা যায়। বসন্তের আগমনে মাঘ মাসের এক তারিখ থেকে বনবিবির পূজা বা উৎসব শুরু হয় এবং জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত চলে। যারা বনে মধু কাটতে, কাঠ কাটতে, মাছ ধরতে যায়, তারা বনে যাওয়ার সময় বনবিবির পূজা দিয়ে যায় এবং বন থেকে ফিরে এসে একবার পূজা দেয়। 'বনবিবির জহুরানামা' নামে মুসলমানি কিতাবে বনবিবির সম্পর্কিত গল্পটি হল - মক্কাবাসী বেরাহিসের স্ত্রী গুলাল বিবি। সতীনের কৌশলে তাঁকে সুন্দরবনে নির্বাসন করা হয়। নির্বাসনের সময় তিনি সন্তানসম্ভবা ছিলেন। বনেই শাজঙ্গুলীও বনবিবি নামে তাঁর যমজ পুত্র - কন্যা হয়। ভাটি দেশের রাজা দক্ষিণ রায় বাঘের দেবতাহলেও নিষ্ঠুর প্রকৃতির দেবতা ছিলেন। নরের মাংস ভক্ষনে এই দেবতা সন্তুষ্ট হতেন। এই অত্যাচারী দেবতা দক্ষিণ রায়ের হাত থেকে দুর্বল কে রক্ষা করবার জন্য আল্লার আদেশে বনবিবি ও তার ভাই এই আবাদ অঞ্চলেই থেকে যান। অল্পদিনের মধ্যে আশেপাশের অনেক

পরগনায় বনবিবির দখলে এল। বনবিবির আধিপত্য সহ্য করতে রাজী নয় বলে দক্ষিণ রায় যুদ্ধের আয়োজন করতে লাগলেন। কিন্তু যুদ্ধ কিভাবে করবেন পুরুষ হয়ে নারীর সঙ্গে যুদ্ধ তাঁর সম্মানে বাঁধে। অবশেষে তিনি তাঁর মা নারায়নী কে বনবিবির সঙ্গে যুদ্ধে পাঠালেন। যুদ্ধে নারায়নী পরাজিত হয়ে বনবিবির সঙ্গে সন্ধি করলেন। কিন্তু সন্ধি বেশি দিন স্থায়ী হল না। এই সময় বারিজ হাটিতে ধোনাই, মোনাই নামে দুই ভাই ছিল, এরা একদিন সাতটি ডিঙি নিয়ে মধু কাটতে আসে, এদের সঙ্গে এক দুঃখিনী বিধবার একমাত্র পূত্র দুঃখে ছিল। সপ্তডিঙিগড় খালি নদীতে এলে দক্ষিণ রায় স্বপ্নে এদের কাছে নরবলি দাবি করেন। মহাপূজায় দক্ষিণ রায় কে নরবলি দেবেন বলে ধোনাই প্রতিজ্ঞা করেন দক্ষিণ রায়ের কাছে। তিনি বেছে বেছে দুঃখেকে নেবার আদেশ দিলেন। বেগতিক দেখে ধোনাই, মোনাই দুঃখে কে গেঁতোখালীর চড়ে রেখে চলে গেল। দুঃখে একমনে মা বনবিবি কে ডাকতে লাগলো। খবর পাওয়া মাত্র বনবিবি দুঃখে কে রক্ষা করার জন্য দক্ষিণ রায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। শাজঙ্গুলি দক্ষিণ রায়ের গালে রাম থাপ্পর মারলেন। এর ফলে দক্ষিণ রায় ছুটে গিয়ে বড় খান গাজীর নিকট উপস্থিত হয়। যুদ্ধে দক্ষিণ রায় পরাজিত হয়ে বনবিবির বশ্যতা স্বীকার করলেন। দুঃখে রক্ষা পেল। শুধু রক্ষা পেল না বনবিবির কৃপায় দুঃখের বিধবা মায়ের অন্ধত্ব ওবধিরত্ব ঘুচে গেল। দুঃখের বহু সম্পদ মিলল ও ধোনাইয়ের মেয়ে চম্পার সঙ্গে বিয়ে হলো। দুঃখে বনবিবির মন্দির তৈরি করে প্রতি বসন্তের আগমনে পূজা করে।সেই অবধি বনবিবি বনের দেবী। বসন্তের আগমনে তারই পূজা বা উৎসব। স্থানীয় ভয়ভীতি বিশ্বাস থেকে জন্ম নেওয়া এই লোকদেবতা সুন্দরবনের জীবন ও সাহিত্যে দীর্ঘ ছায়া ফেলেছেন। এইভাবে গোসাবা এলাকায় বনবিবির পূজা যেমন প্রচলিত আছে তেমনি দক্ষিণরায়ের পূজা ও গাজী সাহেবের পূজার ও প্রচলন রয়েছে। গোসাবা এলাকায় এই সব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যাত্রা পালা হয়ে থাকে এক দুঃখিনী মা 'দুঃখের মা'-এর আকুলতার প্রার্থনায়। সুন্দরবন তথা গোসাবা এলাকায় সকল মা নিজেদেরকে 'দুঃখের মায়ের' সঙ্গে তুলনা করে থাকে। পূজার সময় বনবিবির পালাগান হয় । এই গান দুঃখের জীবন অবলম্বনে হয়ে থাকে। পালার নাম দেওয়া হয় দুঃখে যাত্রা। বনবিবির বার্ষিক পূজাকে হাজোত বলে। সুন্দরবনের বেশিরভাগ অঞ্চলে বিশেষ করে জঙ্গলের কাছাকাছি অঞ্চলে ১লা মাঘ থেকে বনবিবির হাজোত শুরু হয়।পুঁথি পড়ে পূজা করার রীতিও রয়েছে। যে পুঁথি পড়ে সে সারাদিন উপবাস থাকে। সুন্দরবন তথাগোসাবায় লোকসংস্কৃতির একটা বিশাল জায়গা জুড়ে আছে বনবিবি। বার্ষিক উৎসবে সর্বত্রই সারা রাত্রি ধরে পালাগান হয়। পালাগানটি হয় 'দুঃখে যাত্রা' নামে। যাই মৌলেরা, বাউলেরা বিশ্বাস করে বনবিবির পূজা করলে বনবিবির আশ্রিত দুঃখের মত তারাও মায়ের আশীর্বাদ পাবে। তাই তারা নিজেরা পূজার সময় বিভিন্ন ধরনের গান বাঁধিয়ে সুর দেয়।

বনবিবির পালা গান গোসাবা মানুষদের কাছে জনপ্রিয়তা লাভ করে। পালাগানে থাকে বনবিবির বনের দেবী হওয়ার আখ্যান এবং দুঃখের যাত্রা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে পালা গান হয়ে থাকে। পালাগানে সাধারণতঃ ছেলেরাই শাড়ি পড়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান টি করে থাকে। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বাদ্যযন্ত্র গুলির মধ্যে ঢোল, হারমোনিয়াম, বাঁশি, ফ্লুপ বাঁশি, ক্যাসিও, ঝুমকো, কাসি, করতাল,ঝাঁঝর, কাসর, মন্দিরা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের পোশাক পরিধান করে, আলোক সজ্জিত করা হয়ে থাকে অভিনয়ের সময়। পালাগানে নৃত্যগীত সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়ে থাকে। অভিনয়ের সাথে সাথে। নৃত্যগীতের সঙ্গে বাদ্যযন্ত্র গুলি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সুমুধুর সুরের মাধ্যমে নৃত্যগীত করা হয়ে থাকে। যা মানুষের মনোরঞ্জন করে এবং সাথে সাথে বনবিবির প্রতি ভক্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হয়ে থাকে। সুরের মাধুর্য্য আনার জন্য বাদ্যযন্ত্র গুলি প্রত্যক্ষ ভূমিকা কাজ করে থাকে।পালার গান অনুষ্ঠানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে বাদ্যযন্ত্রীরা। পালা শুরু হওয়ার আগে মুখরিত জনতাকে বাদ্যযন্ত্রীরা বিচিত্র সুর লহমায় পরিবেশ ভাবগম্ভীর করে তোলে। অল্প সময়ের মধ্যে মানুষকে তারা অন্য এক সুরের জগতে আবর্তিত করে। কনসার্ট বেজে উঠলে চারিদিকের জটলা করা মানুষেরা হাজির হয় মঞ্চের কাছাকাছি। বাজনার তালে সাথে সঙ্গতি রেখে চলে রঙবে-রঙের আলোর কেরামতি। বাজনা দ্রুততালে হতে হতে একসময় ক্ষীণ হয়ে আসে। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায় বাজনা থেমে যায় গ্রীনরুম থেকে মাইকে ভেসে আসে ভাবি কন্ঠে ঘোষকের কন্ঠস্বর। পালার বিবরণ ওনানান সতর্কীকরণ দর্শকেরা নিরব হয়ে যায় আবার হালকা তালে বেজে ওঠে সুরের মূর্ছনা। বাধ্য কাড়দের বেশিরভাগ বাদ্যচর্ম জাত। এইগুলি গোসাবা এলাকায় মুচি সম্প্রদায়ের

মানুষেরা নির্মাণ করে। বাদ্যযন্ত্রী ও বাদ্যকার এই পেশায় যুক্ত আছে গোসাবার অসংখ্য মানুষ। এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পূর্ণতা লাভের জন্য নৃত্যগীতের যেমন গুরুত্ব রয়েছে সাথে সাথে বাদ্যযন্ত্রের প্রত্যক্ষ প্রভাব ও পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

বনবিবি ক্ষমা করলেন নারায়নীকে। ডেকে পাঠালেন বনবাসীদের সকলে সকলে হাজির হল নিয়ে - নাজরানা এবারে বললেন তাদের বনবিবি -

বনবিবি বলে সই শোন বিবরণ

বাটিয়া, আটিয়া, ভাটি লইব এখন।।

কদাচ মনে কারো দুক্ষু নাহি দিব।

সমান করিয়া বাদা বাটিয়া লইব।

বনবিবি হলেন ভাটিশ্বরী। বনের প্রধানগণ স্বীকার করে নেয় তার আনুগত্য।

আছিল যতেক সেই বনের প্রধান।

বাট দুয়ারা কাটিয়া সজোরে দিয়া দেন।।

যার যে সরহদ্দ লিয়া খুসিসে রইল।

কেউ কারও সীমানা না হরণ করিল।।

বনবিবি সকলের সর্দার হইল।

বনবিবি সাম্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে সুন্দরবনে সর্বময় হয়ে ওঠেন। নারায়ণীর সঙ্গেও গড়ে ওঠে মিত্রতা। বহু বাদার সৃষ্টি করেন। বহুগ্রামও তার সৃষ্টি। তার রাজত্বের উত্তরে ছিল হাসনাবাদ আর দক্ষিনে এড়াজোল। দক্ষিণ রায় কে দিয়েছিলেন কেদো খালি।

এইবার পালার দ্বিতীয় অংশ, ধোনাই, মোনাই, দুঃখে'র কাহিনী। বারিজহাটিতে থাকত ধোনাই, মোনাই দুভাই। তারা মউলে, বাদাবনের মধু সংগ্রহ করে তারা বড়লোক। ধোনাই, মোনাই বলল মধু সংগ্রহে যাবে। সাত ডিঙা সাজাতে হবে। মোনাই বলল, কেন আবার যাবে বনে বাঘের হাতে প্রাণ দিতে। ঘরে তো অভাব নেই। ধোনাই বললো –

বসিয়া খাইলে টুটে রাজার ভান্ডার। অবশেষে স্থির হল যাত্রা। কিন্তু একজন লোক কম পড়ে গেল। ধোনাই সেই গ্রামের দুঃখে নামে এক বালককে মনোনীত করল।

ধোনাই খুঁজিতে লোক রওয়ানা হইল

সেই গ্রামের দুঃখে নামে গরীব এক ছিল

ধোনা মৌলে তার বাড়ি পৌঁছিল যাইয়া।

দুঃখে বলে ডাকে দরওয়াজা খাড়া হইয়া।

কিন্তু দুখে বিধবার একমাত্র সন্তান।মা তার কি করে পাঠায় বাঘের মুখে -

মা বলিতে দুনিয়াতে আর কেহ নাই।

বাঘের মল্লুকে তোরে কিরূপে পাঠাই।

ধোনাই দুখের মাকে আশ্বাস দিয়ে, রাজি করলো তাকে বলল -

ধোনাই কহিল ভাবী

না ভাব অধিক

দুখেকে দেখব আমি

বেটার মাফিক।

অবশেষে রাজি হলো দুখের মা। ছেলেকে সতর্ক করে বলে দিল-

আপদে বিপদে পড়িল তোমার।

মনেতে রাখিবে এই কথাটি আমার।।

জগৎ জননী বনবিবি বনে থাকে।

বিপদে পড়িলে তুমি ডাকিও তাহাকে।।

বিপদে পড়িলে তাকে ডাক মা বলিয়া।

দয়ালু মা বনবিবি লিবে উদ্ধারিয়া।।

মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে দুখে যাত্রা করল ধোনা মউলের সঙ্গে। ডিঙি রায়মঙ্গল মাতলা নদী পেরিয়ে বরুনহাটি সন্তোষপুর পিছনে রেখে পৌঁছাল গড়খালি বাদায়। সেখানে রাত কাটিয়ে পরদিন ধোনায় সদলে বাদায় ঢুকল মধু সংগ্রহে।মধু সৃজন করেন দক্ষিণরায়।ধোনাই বাদায় গিয়ে এক ফোঁটা মধু পেল না।

চাকেরভিতর নাহি মধুর ভান্ডার।

লীলাখেলা হবে বুঝি কোন দেবতার।।

নজরেতে দেখি সহদের ওর নাই।

কাছে গেলে চাকখালি দেখিবারে নাই।।

হতাশ হয়ে ফিরে এল ধোনাই। রাতে স্বপ্নে দক্ষিণরায় দেখা দিলেন তাকে।

ধোনা কে দক্ষিণরায় কহিল তখন।

বাদাবনে মোম মধু আমারই সৃজন।।

দন্ড বক্ষ দেড় ছিল পিতা যে আমার।

দক্ষিণরায় নাম আমি তনয় তাহার।।

রায় বলে ওরে ধোনা কি বলিব আর।

নর রক্ত খেতে ওরে বাসনা আমার।।

নরবলি পূজা যদি দিতেপার তুমি।

মোমমধু শত ডিঙা দিব তোরে আমি।।

ধোনাই এই প্রস্তাবে সম্মত হলো না। ক্ষুব্ধ দক্ষিণ রায় তাকে জানাল -

তেরা নাও সব দিব ডুবাইয়া

যত লোক আসিয়াছ খাওয়াব কুমিরে।

দেখি বেটা কেমনেতে যাও দেশে ফিরে।।

তারপর দক্ষিণ রায়ের আদেশ হল–

দক্ষিণরায় বলে বেটা খুশি যদি চাহ।

দুখে কে আমারে দিয়ে মধু নিয়ে যাহ।।

ধোনাই পড়ল মহাসংকটে। দুখের মায়ের কাছে সে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ। দুখের বদলি অন্য কাউকে দক্ষিণরায় নিতে অরাজি।

দুখের উপরে মোর দৃষ্টি রায় বলে।

দুখে ছাড়া নাহি লিব অন্যকে সে দিলে।।

রায়ের –এ বাতে ধোনা হইল পেরে শান।.

দুখেকে দিতেই হবে রাজি হইলো নিদান।।

দুখেকে দিতেই হবেকেদোখালিতে। সম্মত হল ধোনাই। বন থেকে মধু পেল অপরিযাপ্ত। ভরে গেল সপ্তডিঙা। ডিঙি নিয়ে ওরা এল কেদোখালি। ধোনাই বন থেকে কাঠ কেটে আনতে বলে দুখেকে। সে রাজী হয়না। ধরে ফেলেছে ধোনাই এর অভিসন্ধি। বহু কাকুতি-মিনতি করেও সে উদ্ধার পেল না।

ধোনা বলে পাজি বেটা ওসতাত বেটার।

একটা ফরমাস যদি মানিস আমার।।

ভালই চাওত জলদি কাট আন গিয়া।

নাও হইতে কান ধরে দিব নামাইয়া।

অবশেষে বনে যেতে হলো দুখে কে –

এই কাজের তরে মোরে নায়ে এনেছিলে।

দুখের জান গেল তুমি ধনবান হইলে।।

আর কেন ফজিহত কর বারবার।

দুখেকে খাইলে বাঘে - পরওয়া কি তোমার।।

দুখে বলে চাচাজি গো ছালাম চরণে।

বল কাঠ ভাঙিবার যাব কোন বনে।।

ঈশারা করিয়া ধোনাবন দেখাইল।

দুখে মনের দুঃখে নাও হইতে নামিলো।।

গেল দুখে কেদোখালির চর পার হইয়া।

ধোনা ডিঙা খুলে গেল দুখকে রাখিয়া।।

কহিতে লাগিল ধোনা মুখে আপনার।

দুখেকে দিলাম রায় লহএকবার।।

কাঠ কেটে ধারে এসে দেখে ধোনাই উধাও ডিঙি নিয়ে। তার দুচোখ ভেঙে জল পড়ে। মনে পড়ে মাকে। তারপর দুখে দেখে -

চর থেকে দুখে হেথা পাইল দেখিতে।

বাঘ হইয়া আসে রায় আমাকে খাইতে।।

প্রকাণ্ড শরীর আর দুস উর্ধে তুলে।

হাওয়া ভার আসে সেই বাঘ গাল ভরে।।

দেখিয়া দুখের গেল পরান উড়িয়া।

বলে বনবিবি মাগো লেহ উদ্ধারি।। .....

পলকেতে ভাই বহিন পৌঁছিল সেথায়।

দেখে দুখে পড়ে আছে হুশ হারাইয়া।

দুখে কে লইল বিবি কোলে উঠাইয়া।। .....

শা-জঙ্গলিকে বনবিবি কহে গোস্বা ভরে।

খাওয়ার গরুর মাংস রাক্ষস বেটারে।।

বনবিবির আদেশে শা-জঙ্গলী বাঘের মাথায় থাপ্পড় মারে। সেই চড়ে দিশাহারা হয়ে ছুটতে থাকে দক্ষিনে। নদী পেরিয়ে ছুটতে থাকে সে। পিছনে পিছনে নদীতে নামে শা জঙ্গলি। হাঙর, কুমির তাকে খেতে গিয়ে প্রাণে মারা পড়ে। নদী পেরিয়ে শা জঙ্গলি ছুটে চলেছে বাঘের পিছনে। আর বনবিবি দুখেকে কোলেতুলে নেয় -

ধূলা শুদ্ধ কোলে নিল জগতের মাতা।

বাছা-বাছা বলে ডাকে নাহি কহে কথা।।

আর বাঘরুপী দক্ষিণরায় প্রাণের মায়ায় গাজী পীরের কাছে হাজির হলো। সে জানালো -

কহিল দক্ষিণরায় শুন গাজী ভাই,

বরজ হাঁটিতে ঘর নামেথে ধোনার।

সাত ডিঙা লিয়া আইলো সর হদ্দ আমার।।

মোমমধু দিনু আমি খাতেরে তাহার।

দুখে নামে একজন নায়ে তার ছিল।

তাহাকে খাইতে মোর খাহেস হইল।।

কেদোখালি চরে ধোনা দিল সে দুখে রে

খোসালিতে হৈয়া তারে গেল খাইবার।

এক লাড়কা এক লাড়কি কোথা হইতে আইল।

দুখের তরেতে মোরে খাইতে না দিল।।

লাড়কির রূপের কথা কি কহিব আর।

জঙ্গল হয়েছে আলো ছুরতে তাহার।।

শাজঙ্গলি কে নিয়ে বনবিবি ও হাজির সেখানে। গাজীর অনুরোধে দক্ষিণরায় অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলে বনবিবি তাকে ক্ষমা করেন। বনবিবি বললেন-

কহে বিবি এক বেটা দুখে ছিল মোর।

তাহার দুখেতে আমি আছিনু কাতর।

এখন যে তিন বেটা হইল আমার।

আমার যে দুখে বেটা গরিব লাচার।।

দুখেরে উপরে এবে মোহর করিয়া।

মেল তিন ভায়ে এবে গলায় ধরিয়া।।

রায় আর গাজী মেলে দুখের সহিত।

ভাই বলে কোলে তুলে লইল ত্বরিত।

দুখের কাহিনী এখানে শেষ হলো না। ওদিকে ধোনাই ফিরছে সপ্তডিঙা মধু নিয়ে। খবর শুনে ছুটে আসে দুখের মা।

কোথায় আমার দুখে কহ রে ধোনাই।

চাঁদ মুখ দেখে তার পরান জুড়াই।।

ধোনাই জানাল -

কাষ্ঠ কাটিবারে দুখে গেল জঙ্গলে তে।

কেদোখালির চরে খায় খরিয়া বাঘেতে।।

পুত্রশোকে কাতর মাতা ঘোরে মানুষের দোরে দোরে। কাঁদতে কাঁদতে তার চোখ যায় অন্ধ হয়ে। ভুরুকুন্ডায়বসে সে সংবাদ পেলেন বনবিবি।

এই রূপে কান্দে বুড়ি ঘোরে বাড়ি বাড়ি।

কানে কালা চক্ষু অন্ধ ক্ষীণ হইল মাড়ী।।

দুখেকে বললেন -

বিবি বলে যাহা বাবা ঘরে আপনার।

বুড়ি মাতা কান্দে তোর হয়ে জারেজার।।

দুখে বনবিবি কে বলল -

কি করিব দেশে গিয়া কি আছে আমার।

তোমাহেন দয়াবতীকেবা আছে আর।।

বনবিবি বলে বেটা না কর ভাবনা।

আমি তোর পিঠ পরে আছি পোস্ত পানা।।

যখন ধিয়ান তুমি করিবে আমার।

মুহূর্তে যাইয়া দেখা দিইব তোমায়।।

বনবিবি দুখে কে সান্ত্বনা দিয়ে ঘরে পাঠালেন বাঘের সঙ্গে। কুমিরের পিঠে চেপে ঘরে ফিরে ডাকে মা কে।

পৌঁছিল যখন গিয়া ঘরে আপনার।

দেখে বুড়ি পড়ে আছে হইয়া লাচার।।

চক্ষে নাহি দেখে কানে না পায় শুনিতে।

দেখে দুখে দর্দ ছেলে লাগিল কান্দিতে।।

স্মরণ নিলো বনবিবির। তিনি সঙ্গে সঙ্গে হাজির হলেন সেখানে। বললেন-

লইয়া আল্লাহর নাম চক্ষু ও কানেতে।

হাত ফিরাইয়া দেহ পাইবে দেখিতে।.....

শুনিতে পাইবে হুশ হইবে বহাল।

একথা বলিয়া বিবি গায়েব হইল।।

পুনর্মিলন ঘটল মা ও ছেলের। বনবিবির দাক্ষিন্যের কথা শুনে মা ছেলেকে বললো-

বুড়ি বলে বাঁচাইলো তোরে পাকজাত।

বনবিবির নামেতে ক্ষীর করহ খয়রাত।।

মায়ের কথামতো গলায় কুড়ালি বেঁধে শত গাঁ ঘুরে ভিক্ষা করল দুখে। চাল, চিনি, দুধ এনে খিরবানাল। তৈরি করল বনবিবির থান। বনবিবির পূজো করে প্রসাদ বিতরণ করল।

চাল চিনি ও দুধ এনে ক্ষরী পাকাইল।।

গ্রামের ছেলে সব আনেবোলায়া।

বনবিবির নাম লিয়া দিল খেলাইয়া।।

দুধ-চিনি ক্ষিরের হাজত সেই হইতে।

শুরু হইল আদায় করেন সকলে তে।

শুরু হল বনবিবির পূজা প্রচার। বনবিবির সামনে গাজী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন-

শত জালা ধন আমি দিই দুখেরে।

কড়ার করিনু আমি তোমার হুজুরে।।

আর দক্ষিণরায়ের প্রতিশ্রুতি

দুখে কে আমি কি দিব ধন।

জঙ্গলেতে মোম, মধু আমার সৃজন।।

আঠারো ভাটির মধ্যে এখন আমার।

যখন চাহিবে দিব করিনু কাড়ার।।

লিয়া যেতে হবেনা দিব পৌঁছাইয়া।

অনায়াসে পাবে দুখে ঘরেতে বসিয়া।।

এবার দুখে স্মরণ করলো বড়খাঁ গাজি আর দক্ষিণ রায়কে ধনদৌলত ছিল বরখাঁ গাজি। সাত জালা মোহর মিলল দুখের বাড়ির তাল গাছের নিচে। দক্ষিণরায় পাঠালো কাঠ। আর বনবিবি পাঠালো যদুরায় কে।

যদু রায় দুখের হুকুমে মাত্তা লিয়া।

দরকার মাফিক লোকজন মাঙ্গইয়া।।

ফরমাইস মোতাবেক বানাইয়া দিল।

যেখানে যা আবশ্যক সকলি করিল।

বিরাট বাড়ি বানিয়ে দুখে সুখে প্রজা পালন করতে থাকে। ধোনাই মৌলে এসেও ক্ষমা চেয়ে নিল। অবশেষে বনবিবির নির্দেশে ধোনাইয়ের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয় দুখের।

বেটার সাদীর রাতে আহ্লাদ বুড়ির।

চলিল দুখের বাড়ি তুফান খুশির।।

গরীব কাঙ্গাল খুব নেহাল হইল।

বনবিবির নামে খুব খয়রাত করিল।।.....

কাতরেতেডাকিতে লাগিল মা বলিয়া।

বনবিবি ধিয়ানেতে জানিতে পারিয়া।

শ্বতমক্ষী হইয়া দুখের কাছেতে পৌঁছিল।

কেন বাছা ডাকিলে কহিতে লাগিল।।

দুখে বলে মা জননী তোমার কৃপায়।

চৌধুরী করিয়া তুমি দিয়াছ আমায়।।

তোমার কৃপায় মোর হইল কোঠাবাড়ি।

বিবাহ দিইলেন মোরে ধোনাইয়ের বাড়ি।।

বধূ দেখে জাহ মাতা আসনে আপন।

বিপদে রাখিও পদে করিলে স্মরণ।।

বধূ দেখে বনবিবি রওয়ানা হইল।

ভুরকুন্ডায় আপনার আসনে বসিল।।

দুখের দুঃখের জীবন শেষ হল। প্রজা সাধারন কে নিয়ে শান্তিতে তাঁর দিন কাটে। বাদাবনে দুখে চৌধুরীর রাজত্বে কারোরই কোন অভিযোগ নেই।

দুখের রাজত্বে প্রজা থাকে আরামেতে।

বিনা খাজনায় বাস করে গরীবতে।।

তাবেদার হইল যতেক জমিদার।

ফজেল মৌলভি করেন বিচার।।

রায়ের প্রজার করে হক আদালত।

তাকত না ছিল কর করে হেমাকত।।

আদালত করে দুখে তক্তে দিয়ে বার।

সকলেতে রাজি রহে তজবিজে তাহার।।

দেওয়ান মুচ্ছদি যাচ্ছ আর ছিল যত।

কেহ বে'সে কেহ খাড়া মোর তরের মত।।

সকলেতে রাজু থাকে যার যে কামেতে।

হূকুমের এন্তেজার রহে সকলেতে।।

হাসমত দবদবা খুব দুখের হইল।

যে কেহ দুসমন ছিল ডরে ডরাইল।।

এভাবেই শেষ হয় ধোনাই মউলে আর দুখের আখ্যান। দুখে বনবিবির দরগার বনবিবির পূজা শুরু করে।

কাহিনী থেকে জানা যাচ্ছে বাদা অঞ্চলে মোম, মধু, কাঠ সংগ্রহ করা হত। এই বাদাঞ্চলের অত্যাচারী শাসক ছিলেন দক্ষিণ রায়। মানুষের জীবন নিরাপদ ছিল না তাঁর রাজত্বে। তাকে রাক্ষস ও বাঘ রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। এই অত্যাচারী শাসক কে পরাভূত করতেই বনদেবী বা বনবিবির কল্পনা। তিনি হলেন দরিদ্র মানুষের মাতৃদেবী। আর দক্ষিণরায় ধনবান ব্যক্তিদের দেবতা। শোষণকারীদের ক্ষমতা একসময় নিঃশেষ হয়ে যায়। সাধারণ মানুষ ফিরে আসে স্ব-মহিমায়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে শাসক ও শোষিতের সম্পর্ক এভাবেই কবি সমাজ সাধারণ মানুষের জন্য রচনা করতেন। বহু প্রক্ষিপ্ত কাহিনী পরবর্তীকালে মূল রচনায় সংযুক্ত হয়ে কলেবর বৃদ্ধি করেছে। 'বনবিবির জহুর' নামা'য় রয়েছে আরও কয়েকটি কাহিনী। বনবিবির ও শা জঙ্গলির জন্মকথা, গুলাল বিবি ও বেরাহিম বৃত্তান্ত, বনবিবি ও শা জঙ্গলির মদিনা গমন ও ভাটি দেশে যাত্রা, নারায়নীর সঙ্গে যুদ্ধ, বনবিবির জয়লাভ, ধোনাই

মউলেরমধু সংগ্রহে বাদাবনে যাত্রা, দুখের বিড়াম্বনা ও বনবিবি কর্তৃক উদ্ধার, বড়খাঁ গাজীর হস্তক্ষেপ, দুখের স্ব-গ্রামে মায়ের কাছে ফিরে যাওয়া এবং দুখের শান্তিময় জীবন শুরু।

কাহিনীকে গড়ে তোলা হয়েছে হিন্দুমুসলমান সংঘাতের পটভূমিকায়। হিন্দু শাসক দক্ষিণরায় পরাস্ত হয়েছিল। কিন্তু জয়ী মুসলমান শক্তিকে আপোষ করে নিতে হয়েছিল পরাস্ত হিন্দু শাসকের সঙ্গে। এ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, উভয় শক্তিই সহাবস্থানে বিশ্বাসী ছিল।স্থানীয় জনমানসে কঠোর আঘাত হানতে চায়নি মুসলমান শাসক।

মুনসী বয়নুদ্দিন রচিত পালার রচনাকাল ১২৮৪বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৮৭৭-৭৮সাল। মুনসী মোহম্মদ খাতের রচিত পালার সময়কাল ১২৮৭বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৮৮১সাল। আর মোহম্মদ মুনসী রচিত কাব্যের রচনাকাল ১৩০৫বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৮৯৯সাল। বনবিবির পালাগান টির মধ্যে দিয়ে দক্ষিণরায়, গাজীর ও দুখের গানের পালা করা হয়ে থাকে। এই বনবিবির পালা গানের মধ্যে দিয়ে যেমন নৃত্যগীত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছে ঠিক তেমনি ভাবে নৃত্য গীতকে সুন্দরভাবে সুরময় করে তুলেছে বাদ্যযন্ত্রের প্রত্যক্ষ সাহায্যে। বনবিবির পালা গানে বাদ্যযন্ত্রের প্রত্যক্ষ প্রভাবের গুরুত্ব রয়েছে। বনমাতা মা বনবিবির প্রভাব সুন্দরবন এলাকার গোসাবা ব্লকের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে লক্ষ্য করা গিয়েছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কাছে মা বনবিবি তাদের মাতা রূপে গন্য হয়েছিল ও পূজিত হত। বিশেষ করে যারা বনে জীবিকার জন্য যেতেন তারা বনবিবির ভক্তিভরে পূজা করতেন। তাছাড়া বিভিন্ন পরিবার তাদের মঙ্গল কামনার জন্য বনবিবির পূজা করতেন। গোসাবা এলাকায় মা বনবিবি প্রভাব মানুষের মধ্য আজও বহমান রয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থাপঞ্জীঃ

১) ঢ়ম্ম্জ্জপষয়্নবষ অন–ব্ববধ , ঝবঢ়প্পিধ ঔ ভ্রয়্নযহ = ষচব ছ্লক্ষ্মযধভ্র ঔ ঈজ্জপণ্ডখ্মল্বষ্ললদ্মগ্ধু

ভত্তখ্বহখ : ধ্বজ্জপণ্ডধ্ব ছজ্জপণ্ড (ব্বপম্স্র্ব)ু ৫৯/৫ ঐ ঘংম্ম্লব্লষ্বঢ , খসখ্বধ্ব - ৭০০০৭৫, ২৩

ঝ্ববস্ত্বঁষ , ২০০৭

২) যব্রয়্ণযষ ঊাঢ় ঢ়ভ্রব = ঢ়ম্ভঝধ হ্মষ , স্বখ্লসক্তখখ ভত্তখ্বহব্র , ১৩৮৮ু

৩) যপস্ত্বব, যব্রয়্ণযষ ভ্বস্বঘ্ববু

৪) ভষ্ফ্রষ্মপম্ভ্রয়যল্ব -স্তসধ খ্মল্বষ স্ল্বঁছক্টফম্স্র , ভ্ড'ছলযৈ্লমযত্ত্বঁষ ১৯৯৩ু

গোসাবাব্লকেমাবনবিবিরপ্রভাব

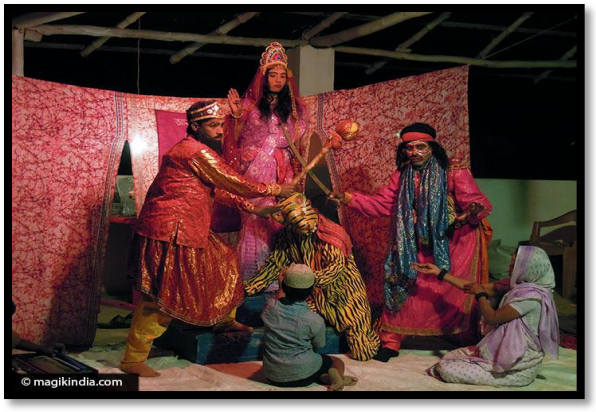

he¢h¢hl kj¡œ¡f¡m¡

j¡ he¢h¢h

jd¤ pwNËq

j£e pwNËq

N¡R L¡V¡

Ly¡Ls¡ pwNËq